তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩০৩

**জাতির আত্মিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখুন**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার মনে করে জাতিগত উন্নয়নের জন্য শুধু বস্তুগত উন্নতিই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন আত্মিক উন্নয়ন। আর এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম অনেক বড় ভূমিকা রেখে জাতিকে এগিয়ে নিতে পারে।

আজ রাজধানীর দ্য ওয়েস্টিন হোটেলে দেশ টিভির নতুন লোগো উন্মোচন ও গুণিজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন। এ সময় অতিথিদের সাথে নিয়ে দেশ টিভির নতুন লোগো উন্মোচন করেন সম্প্রচার মন্ত্রী।

১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর হাত ধরেই দেশে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের যাত্রা শুরু হয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার গণমাধ্যমবান্ধব, সমালোচনাকে সমাদৃত করে।

গণমাধ্যম শুধু রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভই নয়, গণমাধ্যম রাষ্ট্রের, সমাজের দর্পণ হিসেবে কাজ করে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, মানুষের মনন তৈরির ক্ষেত্রে, সমাজকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা, সঠিক তথ্য দেওয়া এবং নতুন প্রজন্মকে তৈরি করে দেশকে স্বপ্নের ঠিকানায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ভূমিকা রাখতে পারে। এ সময় দেশ টিভি তাদের ১৩ বছরের পথচলায় বাঙালি সংস্কৃতিকে লালন ও সমাজের দর্পণ হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করেছে উল্লেখ করে এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে আশাপ্রকাশ করেন তথ্য মন্ত্রী।

দেশ টিভির চেয়ারম্যান সাবের হোসেন চৌধুরী এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের এমপি, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, আব্দুর রহমান, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম এমপি, দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, জাতীয় প্রেসক্লাব সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, বিএফইউজে মহাসচিব দীপ আজাদ প্রমুখ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দেশ টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ হাসান স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/এনায়েত/রফিকুল/সেলিম/২০২২/২২৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩০২

**২৮ অক্টোবর থেকে পবিত্র রবিউস সানি মাস গণনা শুরু**

**৭ নভেম্বর পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

বাংলাদেশের আকাশে আজ কোথাও ১৪৪৪ হিজরি সনের পবিত্র রবিউস সানি মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়নি। ফলে ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস ৩০ দিন পূর্ণ হবে। ২৮ অক্টোবর শুক্রবার থেকে পবিত্র রবিউস সানি মাস গণনা শুরু হবে । প্রেক্ষিতে, ৭ নভেম্বর পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম পালিত হবে।

আজ বায়তুল মুকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার।

সভায় ১৪৪৪ হিজরি সনের পবিত্র রবিউস সানি মাসের চাঁদ দেখা সম্পর্কে সকল জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি, ১০ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ২৬ অক্টোবর ২০২২ বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র রবিউস সানি মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায়, ১১ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ২৭ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস ৩০ দিন পূর্ণ হবে এবং ১২ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ২৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. থেকে পবিত্র রবিউস সানি মাস গণনা শুরু হবে। প্রেক্ষিতে, ১১ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি, ২২ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ৭ নভেম্বর ২০২২ খ্রি. পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম পালিত হবে।

সভায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব), প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ ছাইফুল ইসলাম, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপ- ওয়াকফ প্রশাসক মোঃ গিয়াস উদ্দিন, ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ ইলিয়াস মেহেদী, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ আজিজুর রহমান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ টেলিভিশনের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ হেলাল কবির, সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, চকবাজার শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি শেখ নাঈম রেজওয়ান, লালবাগ শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি মুহাম্মদ নিয়ামতুল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

শায়লা/পাশা/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩০১

**বসবাস উপযোগী ঢাকা গড়ে তুলতে সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে**

**--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, সবার জন্য বসবাস উপযোগী দৃষ্টিনন্দন ঢাকা গড়ে তুলতে সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সকল শ্রেণির মানুষ ঢাকায় বসবাস করে। তাই সবার বিষয়কে বিবেচনায় রেখেই ঢাকাকে গড়ে তুলতে হবে।

মন্ত্রী আজ ‘নগর কথা- নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসন ও নাগরিক সুবিধাসমূহ: প্রেক্ষিত ঢাকা’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। রাজধানীর একটি হোটেলে সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এবং ইউএন হ্যাবিট্যাট এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মন্ত্রী বলেন, যেকোনো শহরেই সকল শ্রেণির মানুষের প্রয়োজন রয়েছে। একইভাবে রাজধানী ঢাকায়ও সকল শ্রেণির মানুষের প্রয়োজন রয়েছে। তাই সকল শ্রেণির মানুষের জন্য সুন্দর ও নিরাপদ জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। রাজধানীতে শ্রেণিভেদে মানুষের আয়ের তারতম্য রয়েছে। পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য ইউটিলিটি সার্ভিসের মূল্য নির্ধারণে মানুষের আয়ের বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হবে। এজন্য জোনভিত্তিক পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য ইউটিলিটি সার্ভিসের দাম নির্ধারণ করা যৌক্তিক। তিনি বলেন, গুলশান, বারিধারা, বনানীসহ অভিজাত এলাকায় বসবাসরত মানুষ যে নাগরিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন, যাত্রাবাড়ী অথবা পুরান ঢাকার মানুষ তা পায় না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমতাভিত্তিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দেশ স্বাধীন করেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, নগরে মানুষের অভিবাসন কমাতে হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য সরকার প্রতিটি গ্রামকে শহরে পরিণত করার নির্বাচনি অঙ্গীকার করেছে এবং সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ গ্রামেই উন্নত সকল সুযোগ-সুবিধা পেলে শহরমুখী হবে না।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় কাজের জন্য ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রপিস অ্যাওয়ার্ড-২০২২ অর্জন করায় প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ঢাকা শহরে উন্মুক্ত স্থান ও গাছপালা ধ্বংস করে অপরিকল্পিতভাবে একের পর এক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নগরে ভবন নির্মাণ করতে অবশ্যই সিটি কর্পোরেশনের অনুমতি নেওয়ার সময় এখন এসেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সবুজ এলাকা ও উন্মুক্ত স্থান ধ্বংস করে কিছু করতে দেওয়া হবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভাবতে হবে ।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিকল্পনাবিদ মাকসুদ হাসেম। অন্যান্যের মধ্যে সেন্টার অভ্ আরবান স্টাডিজের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, জাতিসংঘ উন্নয়ন বাংলাদেশের প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তাসহ বিশিষ্টজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

রুবেল/পাশা/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩০০

**বিশ্ব অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বিশ্বনেতাদের প্রতি অর্থমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল মানবতার স্বার্থে বিশ্ব অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ নিশ্চিত করতে সকল বিশ্বনেতাদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

মন্ত্রী আজ এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) -এর বোর্ড অভ্ গভর্নরসের ভার্চুয়াল বার্ষিক সভায় এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্ব সম্প্রদায়, উন্নত থেকে উন্নয়নশীল সকল দেশই এই মুহূর্তে বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, যার বেশিরভাগই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে উদ্ভূত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার দক্ষতার সাথে কোভিড-১৯ মহামারি মোকবিলা করেছে। বিগত অর্থবছরে শতকরা ৭ দশমিক ২৫ ভাগ জিডিপি প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতি পূর্বের ধারাবাহিকতায় ফিরে এসেছে। চলমান চ্যালেঞ্জগুলোকে আমলে নিয়েই বাংলাদেশ তার উন্নয়নের পথে রয়েছে। বাংলাদেশের লক্ষ্য রয়েছে ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল, ২০৩১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য বাংলাদেশের আর্থসামাজিক এবং ভৌত অবকাঠামোতে বিনিয়োগের জন্য এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকসহ সমস্ত উন্নয়ন সহযোগীদের সমর্থন প্রয়োজন।

সভায় আরো বক্তব্য প্রদান করেন চীন, ঘানা, ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, জার্মানি, নিউজিল্যান্ড এবং স্পেনের গভর্নর ও অস্থায়ী গভর্নরগণ।

#

তৌহিদুল/পাশা/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/২০১০ঘণ্টা

**‍‍** তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪২৯৯

**মহান মুক্তিযুদ্ধে ‍সংগীত আমাদের ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে সংগীত আমাদের ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। রণসংগীত ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের গান মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে। একইভাবে জনপ্রিয় লোকসংগীত শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের গানও আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবান করেছে, ত্বরান্বিত করেছে।

আজ রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে লোকসংগীত সম্রাট আব্বাসউদ্দীন আহমদ স্মরণে জাদুঘর আয়োজিত ‘আব্বাসউদ্দীন আহমদ: জীবন ও কর্ম’ শীর্ষক সেমিনার ও আলোচনা সভা ২০২২’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আব্বাসউদ্দীনের মতো মানুষ যুগে যুগে জন্মায় না, হাজার বছরে একজন জন্মায়। তিনি তাঁর গানের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আব্বাসউদ্দীনের খুব ভক্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু রচিত ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রন্থে এর উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আব্বাসউদ্দীন আহমদের নাতনি সংগীত শিল্পী অধ্যাপক ড. নাশিদ কামাল। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল। স্বাগত বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান।

#

ফয়সল/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪২৯৮

**শিল্প কারখানায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে**

**--বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, শিল্প কারখানায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, বৈশ্বিক এই সমস্যা সম্মিলিতভাবে সমাধান করা আবশ্যক। ব্যবসায়ীদের সাশ্রয়ী মূল্যে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে অগ্রাধিকার দিয়ে শিল্পের প্রসারে কাজ করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-তে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পরিকল্পিত এলাকায় শিল্প-কারখানা স্থাপন করলে এককভাবে গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহে সুবিধা পাওয়া যেত। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে যত্রতত্র শিল্প-কারখানা স্থাপন করায় এই সুবিধা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, গাজীপুর-আশুলিয়া-নারায়ণগঞ্জে গ্যাসের চাপ সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে। ক্যাপটিভ পাওয়ারে ১৭% ও শিল্পে ১৮% গ্যাস দেয়া হচ্ছে। ব্লান্ডেড গ্যাসের মূল্য ২৮দশমিক ৪২ টাকা প্রতি ঘনমিটার অথচ গড় বিক্রয় মূল্য ১১ দশমিক ৯১ টাকা/ঘনমিটার। শিল্পের প্রসারের জন্যই কম মূল্যে গ্যাস বিক্রয় করা হয়। ব্যবসায়ীদের বিদ্যমান উদ্বেগ দ্রুত লাঘব করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, কোভিড পরিস্থিতি আমাদের পরিকল্পনা মতো এগুতে দেয় নাই। শিল্প-কারখানায় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়াতে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মাঝে এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমই, বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক সমিতি, বাংলাদেশ রি-রোলিং মিলস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ স্টিল মিলস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ পেপার মিলস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইকনোমিক জোন ইনভেস্টোরস এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ স্মল এন্ড ক্যাপটিভ পাওয়ার প্রডিউসার্স এসোসিয়েশন-এর সভাপতি ও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মোহাম্মদ/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/লিখন/২০২২/১৫৪৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৯৭

**বিএনপি আমলের চেয়ে ১২গুণ বৃদ্ধি পেয়ে রিজার্ভ এখন প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ডলার**

**--- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিএনপি আমলের শেষে ২০০৬ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারেরও কম, যা শেখ হাসিনার আমলে ১২ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে এখন প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি বা পিপিপি ভিত্তিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩১তম অর্থনীতির দেশ।

মন্ত্রী বলেন, করোনা ও যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে এখন বিশ্বের প্রায় সব দেশই রিজার্ভের সঞ্চয় ভেঙে চলছে। একটি দেশে ৩ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকাই যথেষ্ট, সেখানে আমাদের ৫ মাসের রিজার্ভ রয়েছে। সুতরাং রিজার্ভ নিয়ে কথা বলার সুযোগ নেই।

আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে ডিআরইউ সাহিত্য পুরস্কার-২০২২ ও সদস্য লেখক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সমসাময়িক প্রসঙ্গে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। ডিআরইউ সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠুর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম হাসিব অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি নেতৃবৃন্দ রিজার্ভ নিয়ে কথা বলে অথচ বিএনপি যখন ২০০৬ সালে ক্ষমতা ছাড়ে তখন রিজার্ভ ছিল সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলারের কম, ৩ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলার। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন ক্ষমতা ছাড়ে তখন রিজার্ভ ছিল ৬ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেটিকে ৪৪ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে গেছেন এবং তখন করোনার কারণে আমদানি বন্ধ ছিল। এখন করোনা যখন একটু কমেছে, বিনিয়োগ শুরু হয়েছে, আমদানি বেড়েছে, সে কারণে রিজার্ভ কিছুটা কমে ৩৬ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। কমলেও যেখানে দেশে ৩ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকাই যথেষ্ট, সেখানে আমাদের ৫ মাসের রিজার্ভ রয়েছে।’

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশ এখন সঞ্চয় ভেঙে খাচ্ছে অর্থাৎ রিজার্ভ থেকে খরচ করছে উল্লেখ করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘পৃথিবীর পঞ্চম অর্থনীতি ভারতে রিজার্ভের পরিমাণ গত দুই বছরের মধ্যে এখন সর্বনিম্ন। পাকিস্তান রিজার্ভ ভেঙে খাচ্ছে। মাত্র ৫ লাখ মানুষের দেশ যে ভুটানের অর্থনীতি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে বলে আমরা জানতাম, সেই ভুটান এবং এমন কি যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ রিজার্ভ ভেঙে খাচ্ছে। যে যুক্তরাষ্ট্র রিজার্ভ জ্বালানি কখনো ব্যবহার করে না, সবসময় আমদানির জ্বালানি ব্যবহার করে, জ্বালানি কেনার পয়সা যথেষ্ট না থাকার কারণে সেই যুক্তরাষ্ট্র তাদের রিজার্ভ জ্বালানি খরচ করছে। ‘‘দিজ আর ডকুমেন্টেড এন্ড পাবলিশড এভরিহোয়ার’’, ইন্টারনেটে খুঁজলে আপনারাও এ তথ্যগুলো পাবেন। সুতরাং এই বিশ্ব প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে দেশ পরিচালনা করছেন তাতে অনেক দেশের তুলনায় আমরা ভালো আছি।’

মূল্যস্ফীতি প্রসঙ্গে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘আমি তুরস্ক থেকে পরশুদিন এসেছি, সেখানে শতকরা ৮০ ভাগ মূল্যস্ফীতি, পাকিস্তানে শতকরা ৩০ ভাগ মূল্যস্ফীতি, যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ১০ ভাগ এর বেশি, যুক্তরাজ্যে খাদ্যের ক্ষেত্রে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ মূল্যস্ফীতি, আমাদের দেশে সেই পরিস্থিতি হয়নি, কয়েক মাস আগের তুলনায় একটু বেড়েছে। যেভাবে অনেকে ‘‘হৈ হৈ রৈ রৈ’’ রব তুলে এই বিশ্ব পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে, তখন আমি সাংবাদিক ভাইদের অনুরোধ জানাবো মানুষের সামনে বিশ্ব পরিস্থিতিটা উপস্থাপনের জন্য। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে।’

মন্ত্রী আরো বলেন, পৃথিবীতে কোনো সংকট তৈরি হলে, দেশে কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাক তৈরি হলে একটি পক্ষ এই হবে, সেই হবে বলে মানুষের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের অপচেষ্টা চালায়। করোনার শুরুতে তারা বললো ‘লাখ লাখ মানুষ না খেয়ে মারা যাবে, রাস্তায় মানুষের লাশ পড়ে থাকবে’। স্রষ্টার কৃপায় একজন মানুষও না খেয়ে মারা যায়নি। আবার যখন সিরাম ইনস্টিটিউট থেকে করোনার টিকা আনা হলো, তখন বিএনপির পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে গুজব রটানো হলো যে এই ভারতীয় টিকায় কাজ হবে না, এটি গ্রহণ করবেন না। এটি কি একটি দায়িত্বশীল বিরোধী দল বলতে পারে! সেটির সমালোচনা তো দেখি নাই। পরে তারাই আবার কেউ গোপনে, কেউ প্রকাশ্যে টিকা নিলেন।

যখন আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণ শুরু করলাম তখন তারা জনসম্মুখে বললেন, ‘এই সেতু জোড়াতালি দিয়ে হচ্ছে, এই সেতুতে কেউ উঠবেন না’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, তারা লজ্জায় এখনো সেতুতে ওঠেননি, না কি রাতের বেলায় গোপনে গেছেন সেটি খবর নিতে হবে। সরকারের সমালোচনার পাশাপাশি দায়িত্বহীনতা, জনগণকে বিভ্রান্ত করা, গুজব রটনারও তো সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন।

ড. হাছান বলেন, যারা সাংবাদিক, যারা রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে কাজ করেন, যারা সমাজের দর্পণ হিসেবে কাজ করেন, সমাজের দর্পণকে সচল রাখার জন্য কাজ করেন, তাদের এই বিষয়গুলো জনগণের সামনে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। কারণ, আপনারা জাতির বিবেক হিসেবে কাজ করেন, সমাজকে সঠিক তথ্য দেন, সমাজকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করেন।

এর আগে জুরি বোর্ড গঠন করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের জন্য ডিআরইউকে অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের লেখনী আরো উৎসাহিত হবে। আমাদের অনেক প্রথিতযশা সাহিত্যিক সাংবাদিক ছিলেন, অনেকেই জীবনের কোনো এক পর্যায়ে সাংবাদিকতা করেছেন। গল্প-উপন্যাস বিভাগে সাংবাদিক রাজীব নূর, কবিতা-ছড়া বিভাগে সাংবাদিক হাসান হাফিজ এবং প্রবন্ধ ও গবেষণা বিভাগে সাংবাদিক এম মামুন হোসেনের হাতে ডিআরইউ সাহিত্য পুরস্কার তুলে দেন তথ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ৩৫ জন সাংবাদিক লেখক সম্মাননা গ্রহণ করেন।

**তথ্যমন্ত্রী সকাশে এনডিআই প্রতিনিধি দল**

বাংলাদেশ সফররত যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের এশীয়-প্রশান্ত অঞ্চলের পরিচালক জেমি স্পাইকারম্যানের (Jami Spykermen) নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

মন্ত্রী হাছান এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সফররত এনডিআই প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন ও দু’দেশের মধ্যে যোগাযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

শিবলী/পাশা/রাহাত/মোশারফ/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৯৬

**জনগণকে কাক্সিক্ষত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সরকার বদ্ধপরিকর**

**--- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে জনগণের সুস্থতা গুরুত্বপূর্ণ। তাই জনগণকে কাক্সিক্ষত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সরকার বদ্ধপরিকর।

আজ সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৭তম সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করা। এজন্য প্রয়োজন একটি সুস্থ জাতি। তাই জনগণকে কাক্সিক্ষত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, চিকিৎসকদের সেবার মানসিকতা নিয়ে জনগণকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে হবে এবং রোগীদের যথাযথ সেবা নিশ্চিতে সবসময় আন্তরিক থাকতে হবে।

সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নবিরুল ইসলাম, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের পরিচালক আবু আহমদ ছিদ্দিকীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

শিবলী/পাশা/রাহাত/মোশারফ/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৯৫

**কলকাতায় শুরু হচ্ছে ‘৪র্থ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব’**

কলকাতা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

আগামী ২৯ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের ব্যবস্থাপনায় কলকাতায় ‘৪র্থ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব’ অনুষ্ঠিত হবে। ২৯ অক্টোবর বিকেল ৪টায় রবীন্দ্র সদনে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স এবং পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ উপস্থিত থাকবেন।

৪র্থ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগৎ থেকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন জয়া আহসান, চঞ্চল চৌধুরী ও মোশাররফ করিম।

৪র্থ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে হাসিনা এ ডটারস টেল, হাওয়া, পরাণ এবং চিরঞ্জীব মুজিবসহ মোট ৩৭টি চলচ্চিত্র দেখানো হবে।

কলকাতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাগৃহ নন্দন-১, ২ ও ৩-এ ২৯ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলচ্চিত্র উৎসব জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

#

রঞ্জন সেন/পাশা/মোশারফ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৯৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৯৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৫ দশমিক ০১ শতাংশ। এ সময় ৩ হাজার ৯১৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪১৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৭৮ হাজার ৯৩৬ জন।

#

কবীর/পাশা/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৬৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বরঃ ৪২৯৩

**বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রোল মডেল হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃত**

**--আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, ‍‘উন্নয়নের গণতন্ত্র শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র’ এ দর্শন ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশের জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও দুর্যোগজনিত ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবিলায় সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দুর্যোগে প্রাণহানি ও ক্ষয়-ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রোল মডেল হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃত।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে করণীয় বিষয়ক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান রইচ সেরনিয়াবাত, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুনীল কুমার বাড়ৈ ও পৌর মেয়র মোঃ হারিছুর রহমান হারিছ।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, সরকারের ব্যাপক তৎপরতা ও নিবিড় মনিটরিংয়ের এর কারণে বরিশাল জেলায় জানমালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মানুষের জীবন-জীবিকা স্বাভাবিক হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে বিগত দুই বছরে আশ্রয়ন প্রকল্পে দুর্যোগ সহনীয় ঘর পেয়েছে বরিশালসহ উপকূলীয় ১৯টি জেলার ৪ লাখ মানুষ। এসব ঘর পাওয়া ৪ লাখ মানুষের আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে হয়নি এবং তারা ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের সময় নিজ নিজ বাসস্থানে নিরাপদে ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার করার আহ্বান জানান। তিনি আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদেরকে দুর্গত মানুষের পাশে থাকার জন্য নির্দেশ দেন এবং এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দেন।

#

আহসান/পাশা/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২২/১৫৪৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৯২

**বিএনপি-জামাত বর্তমান সরকারের কোনো উন্নয়নই চোখে দেখে না**

**--স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, বিএনপি-জামাত বর্তমান সরকারের কোনো উন্নয়নই চোখে দেখতে পায় না। তারা শুধু ক্ষমতায় যাবার জন্যই রাজনীতি করে। তারা দেশের মানুষের কল্যাণের কথা ভেবে রাজনীতি করে না। ক্ষমতার লোভে তারা পেট্রোল দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারতেও দ্বিধা করে না। তারা সামান্য অজুহাতেই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। সিলেটে বন্যার সময় তারা বন্যার্ত মানুষের জন্য কিচ্ছু করেনি। তাদের সময় বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে আসতো অথচ সাম্প্রতিক সময়ে যুদ্ধের কারণে সাময়িক সময়ের জন্য কয়েক ঘণ্টা লোডশেডিং নিয়েই বিরাট রাজনীতি শুরু করেছে বিএনপি। যুদ্ধের কারণে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাজ্যতে এখন মানুষ খাবার বাঁচাতে দু’বেলা খাচ্ছে। কই আমাদের দেশে তো এরকম হয়নি। দেশের মানুষ যাতে অর্থনৈতিক চাপে না পড়ে এজন্য বিদ্যুতের কিছু লোডশেডিং হচ্ছে। এগুলো তো সাময়িক সমস্যা। কিন্তু বিএনপি-জামাতের মতো দেশ এখন আর অকার্যকর, ব্যর্থ ও দুর্নীতিতে পরপর চার বার চ্যাম্পিয়ন রাষ্ট্র নয়। এগুলো দেশের মানুষ বোঝে। আর বোঝে বলেই, দেশের মানুষ আবারো শেখ হাসিনাকেই ক্ষমতায় আনবে।

আজ রাজধানীর শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে জাতির পিতার কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও মাল্টিপারপাস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শেখ রাসেলসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের ১৮জন সদস্যের নির্মম হত্যাকাণ্ডে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের জড়িত থাকার যোগসূত্র উল্লেখ করতে গিয়ে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

সভায় বর্তমানে ডেঙ্গু পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, স্বাস্থ্যখাত চিকিৎসা দিতে পারে, কিন্তু মশা মারার কাজ স্বাস্থ্যখাতের নয়। ডেঙ্গু রোগী বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ে ঢাকার ডিএনসিসি হাসপাতালের ১ হাজার বেড থেকে ৫০০ এবং বিএসএমএমইউ এর নতুন নির্মিত ফিল্ড হাসপাতালের ৪০০ বেড প্রস্তুত করা হয়েছে। আরো লাগলে আরো বৃদ্ধি করা হবে।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট ভবনে অবস্থিত বহুতল মাল্টিপারপাস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক । স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব ড. মুহ. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলম এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/পাশা/রাহাত/মোশারফ/আরাফাত/লিখন/২০২২/১৮৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৯১

**সুন্দরবনে জলবায়ু ঝুঁকিহ্রাসে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে সরকার**

**- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সরকার সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় বহুমুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। প্রাকৃতিক ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সময় মানুষের জানমাল রক্ষায় সরকার উপকূল জুড়ে ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি করছে। উপকূলীয় এলাকায় এ যাবত ২ হাজার ২৭৭ বর্গকিলোমিটার চর বনায়ন করা হয়েছে।

আজ জাতীয় সংসদের পার্লামেন্ট মেম্বারস ক্লাব মিলনায়তনে সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় করণীয় নির্ধারণে আয়োজিত জাতীয় সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, সুন্দরবন সুরক্ষায় এর ৫২ শতাংশ এলাকাকে রক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেখান থেকে সকল ধরনের বনজ সম্পদ আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুন্দরবনের বাঘ, হরিণ, ডলফিন, কুমিরসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী রক্ষায় অভয়ারণ্য ঘোষণাসহ বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়াও, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে, সুন্দরবনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বনজীবী, বনকর্মী ও বন্যপ্রাণীর খাবারের পানির জন্য ৪টি নতুন পুকুর ও ৮৪টি পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে। বনমন্ত্রী বলেন, সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করলেই কেবল আমরা সুন্দরবন উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিহ্রাস করতে সক্ষম হবো।

সুন্দরবন ও উপকূল সুরক্ষা আন্দোলনের সভাপতি নিখিল চন্দ্র ভদ্রের সভাপতিত্বে সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার। প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা-২ আসনের সংসদ সদস্য মীর মোস্তাক আহমেদ রবি, সংসদ সদস্য সৈয়দা রুবিনা আক্তার ও গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লিডার্সের নির্বাহী পরিচালক মোহন কুমার মণ্ডল। সংলাপে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, দাতা সংস্থা, গবেষক, সুশীল সমাজ, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন।

#

দীপংকর/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/রবি/মানসুরা/২০২২/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৯০

মানব সম্পদ উন্নয়ন বৃত্তিতে জাপানের অনুদান সহায়তা

**অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও জাইকার মধ্যে দু’টি চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের 'The Project for Human Resource Development Scholarship (JDS)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জাপান সরকার বাংলাদেশ সরকারকে ৪৭৬ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন (৩২ দশমিক ২৭ কোটি টাকা) অনুদান সহায়তা প্রদান করবে। এ বিষয়ে আজ বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের মধ্যে ‘বিনিময় নোট’ ও ‘অনুদান চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি দুটিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মিজ শরিফা খান এবং জাপান সরকারের পক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ITO Naoki এবং ঢাকায় নিযুক্ত জাইকা'র চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ICHIGUCHI Tomohide স্বাক্ষর করেন।

প্রকল্পটি ২০০১ সাল থেকে চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণকে জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নের লক্ষ্যে বৃত্তি প্রদান। এ পর্যন্ত প্রকল্পটির মাধ্যমে ৩৮৩ জন কর্মকর্তা মাস্টার্স ও ০২ জন কর্মকর্তা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছে। বর্তমানে ৮৯ জন কর্মকর্তা মাস্টার্স ও ১২ জন কর্মকর্তা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কর্মকর্তাগণ ডিগ্রি অর্জন শেষে দেশে ফিরে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করছেন এবং দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছেন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য জাপান সরকার বাংলাদেশ সরকারকে ২০০১-২০২২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬ বিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন (আনুমানিক ৪০ দশমিক ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রদান করেছে।

জাপান বাংলাদেশের একক বৃহত্তম দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী দেশ। বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাপান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। নমনীয় ঋণ ছাড়াও জাপান বিভিন্ন প্রকল্পে অনুদান ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে, যার মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষা হচ্ছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ঋণ মওকুফ তহবিলের আওতায় জাপান বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

#

ফাতেমা/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/রবি/মানসুরা/২০২২/১২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৮৯

**বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৭ অক্টোবর ‘বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (BSMMU) চতুর্থবারের মত ‘বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা দিবস’ উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই উপলক্ষ্যে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই দেশের চিকিৎসা ব্যবস্হার উন্নয়নে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে তিনি চিকিৎসা সেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য জেলা, থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ,যার মূল লক্ষ্য ছিল দেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গবেষণার বুনিয়াদ সৃষ্টি করা । আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ করে এর গবেষণা ও শিক্ষা কর্মকাণ্ডকে প্রাধিকারমূলক কর্মসূচির আওতায় রেখেছি এবং সে অনুসারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। কেননা নিজস্ব গবেষণা ব্যতীত দীর্ঘস্থায়ী ও যুগোপযোগী চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ ব্যাপার।

আমরা গণমুখী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করে এ নীতির বাস্তবায়ন করছি। যুগোপযোগী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাসহ নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, ফলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেক্টরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সারাদেশের হাসপাতালগুলোর শয্যাবৃদ্ধি চিকিৎসক, নার্স সাপোর্টিং স্টাফের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মেডিক্যাল শিক্ষার প্রসারে নতুন নতুন মেডিক্যাল কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সারাদেশে প্রায় ১৮ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ফ্রি স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টিসেবা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোন ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসাসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে BSMMU অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। আমি আশা করি, চিকিৎসা গবেষণাতেও বিশ্ববিদ্যালয়টি নেতৃত্ব দেবে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি গবেষণাকে বেগবান করার জন্য ইমেরিটাস অধ্যাপক নিয়োগ দিয়েছে, যা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এ বছর গবেষণা খাতে বরাদ্দ ৪ কোটি থেকে ২২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রেসিডেন্ট চিকিৎসকদেরকে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে ‘উপাচার্য গবেষণা পুরস্কার’ সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদন করেছে। সম্প্রতি অধিকতর জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একসঙ্গে ২৪ জন গবেষক শিক্ষক চিকিৎসককে পিএইচএইডি কোর্সে এনরোলমেন্ট করেছে। গবেষণার মানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা ও জ্ঞান বিনিময়ের জন্য এআইএমএস, ব্রাউন ও শিকাগো এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পাশাপাশি করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে জেনোম সিকোয়েন্সিং রিসার্চের ফলাফল প্রকাশ করেছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা দিবস ২০২২ উদযাপন খুবই সময়োপযোগী পদক্ষেপ, যা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গবেষক, চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে যেমনি অনুপ্রাণিত করবে তেমনি দেশের চিকিৎসকবৃন্দকে চিকিৎসা সেবায় উদ্বুদ্ধ করবে। ফলে আমরা দেশে সমন্বিত উন্নয়নের গতি ধারার সাথে তাল মিলিয়ে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে সমর্থ হব ইনশাল্লাহ।

আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা দিবস’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/রবি/মানসুরা/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৮৮

**বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা** **দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১০ কার্তিক (২৬ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৭ অক্টোবর ‘বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক চতুর্থবারের মতো ‘বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা দিবস’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার পাদপীঠ। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল প্রথাগত জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদান করে না, গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জ্ঞানের ক্ষেত্রও তৈরি করে। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি চিকিৎসকগণ গবেষণাকর্মেও নিযুক্ত থাকেন। আমি মনে করি, নিরন্তর গবেষণার মাধ্যমেই বিভিন্ন রোগের উৎপত্তি, কারণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়, যা মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা শিক্ষায় উচ্চতর গবেষণা এবং দেশের চিকিৎসাসেবায় অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম। দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। সেই জনপ্রত্যাশা পূরণে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় ন্যূনতম ব্যয়ে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি মৌলিক গবেষণা কার্যক্রমের পরিধি আরো বিস্তৃত করতে হবে, এবং গবেষণালব্ধ ফল মানব কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে। আমি এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমি আশা করি, জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটি মডেল প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করবে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের পথে দেশকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শাম্মী/রবি/মাসুম/২০২২/১০১৩৫ ঘণ্টা